সমকাল

তারিখ 20 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ১

শিক্ষকদের পৃথক পে স্কেল

সৈয়দ আবদুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী

বেতন কাঠামো নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আন্দোলনের অষ্টম দিনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর এ আন্দোলন স্থগিত করার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু বিষয়টি এ পর্যন্ত গড়াল কেন? বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে সুন্দর একটি পে স্কেল উপস্থাপন করা সত্ত্বেও কেন চারদিকে সবাই আন্দোলনমুখর হয়ে উঠল? দেশের সবচেয়ে নিরীহ শ্রেণী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজ কেন আজ ক্ষোভে ফেটে পড়ছে– একটু ভেবে দেখা দরকার। অষ্টম পে স্কেলে বলা হয়েছে, এখন থেকে সরকারি চাকরিজীবীরা প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী কিংবা তৃতীয় শ্রেণী– এভাবে পরিচিত না হয়ে তারা তাদের বেতনের গ্রেড অনুযায়ী পরিচিত হবেন এবং সেভাবেই তাদের মর্যাদা নির্ধারিত হবে। অষ্টম পে স্কেল অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সর্বোচ্চ ধাপ 'প্রফেসর' পদটি তৃতীয় গ্রেডের বেতনের সমতুল্য। এর ওপরে রয়েছে গ্রেড ছাড়াও আরও দুটি ধাপ। সুতরাং অষ্টম পে স্কেল অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের বেসামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তা ও সমতুল্য সামরিক কর্মকর্তাদের তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পাঁচ ধাপ নিচে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য ভাতা ও সুযোগ-সুবিধার কথা তো বলাই বাহুল্য! প্রথম থেকে তৃতীয় ধাপের সরকারি কর্মকর্তারা সার্বক্ষণিক গাড়ি সুবিধা পান। গাড়ি কিনতে ২৫ লাখ টাকা সুদমুক্ত ঋণ পান, আর তা রক্ষণাবেক্ষণে পান প্রতি মাসে ৪৫ হাজার টাকা, ভৃত্য ভাতা পান মাসিক তিন হাজার টাকা, শিক্ষা সহায়ক ভাতা পান এক সন্তানের জন্য এক হাজার এবং দুই সন্তানের জন্য দুই হাজার টাকা। এ ছাড়া আছে টেলিফোন ভাতা, আপ্যায়ন ভাতা ইত্যাদি। এগুলোর কিছুই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দেওয়া হয় না। দেশের সর্বোচ্চ মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতায় আসেন। সপ্তম পে স্কেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষরা প্রথম গ্রেডের বেতন পেতেন। তাদের কেন পাঁচ ধাপ নিচে নামিয়ে দেওয়া হলো? কী তাদের অপরাধ? দেশের সর্বোচ্চ মেধাবীদের এভাবে অপমান-অপদস্থ করে যারা মনে করছেন– সব ঠিক আছে, তারা বোকার স্বর্গে বাস করছেন। কারণ এসব কর্মকর্তাকে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছ থেকে পাঠ নিয়েই কর্মজীবনে প্রবেশ করতে হয়। এর কোনো বিকল্প পৃথিবীতে আবিষ্কৃত হয়নি।

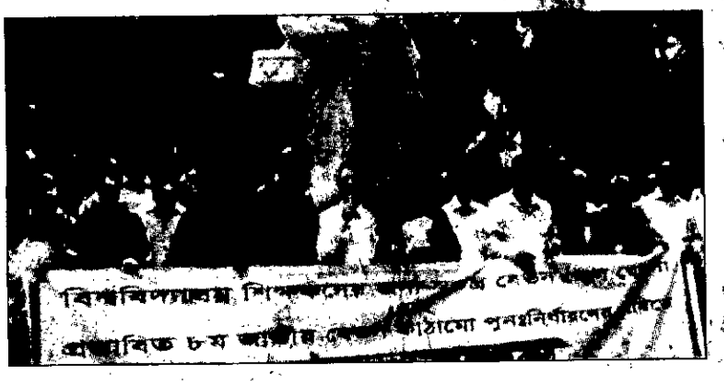

এ জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য 'পৃথক পে স্কেল' দাবি করা হয়েছে। সার্কভুক্ত বেশিরভাগ দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য পৃথক পে স্কেল রয়েছে। দেশের বর্তমান শিক্ষানীতিতে শিক্ষকদের পৃথক স্কেলের কথা আছে। আওয়ামী লীগের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতেও শিক্ষকদের পৃথক স্কেলের কথা আছে। সেনাবাহিনীর জন্য পৃথক স্কেল থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য কেন নয়? শিক্ষা খাত একটি উৎপাদনশীল খাত। এ খাতে জনগণের অর্থ ব্যয় না করে শুধু 'আমলাতন্ত্র' আর 'সামরিকতন্ত্রের' মতো অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করে টেকসই উন্নয়ন কিংবা টেকসই গণতন্ত্র আসবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যদি 'অবনমন' করা হয়, তবে মেধাবীরা আর এ পেশায় আসবে না। মেধাবী শিক্ষক না পেলে আপনি মেধাবী ছাত্র কোথায় পাবেন? মেধাবী আমলা কীভাবে পাবেন? মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ভাষায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যদি corrupted হয়ে থাকেন, তাহলে তাদের ছাত্ররা যারা আমলা হয়েছেন তারাও corrupted হতে বাধ্য। কেননা, evil begets evil. আশা করি, সরকার শিক্ষকদের যৌক্তিক দাবি মেনে নেবে।

○ সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়